আন নযিআ'ত	AnNaziat	أَلنَّٰزِعَٰت
পরম করুণাময় ও অসিম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি	In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
1. শপথ সেই ফেরেশতাগণের, যারা ডুব দিয়ে আত্মা উৎপাটন করে,	1. By those (angels) who pull out with violence.	وَٱلنَّٰزِعَٰتِ غَرۡقٗا ١
2. শপথ তাদের, যারা আত্মার বাঁধন খুলে দেয় মৃদুভাবে;	2. And those who draw out gently.	وَٱلنَّٰشِطَٰتِ نَشۡطٗا ٢
3. শপথ তাদের, যারা সন্তরণ করে দ্রুতগতিতে,	3. And those who glide about swiftly.	وَٱلسَّٰبِحَٰتِ سَبۡحٗا ٣
4. শপথ তাদের, যারা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয় এবং	4. Then hasten out as in race (to carry commands).	فَٱلسَّٰبِقَٰتِ سَبۡقٗا ٤
5. শপথ তাদের, যারা সকল কর্মনির্বাহ করে, কেয়ামত অবশ্যই হবে।	5. Then conduct the affairs.	فَٱلۡمُدَبِّرَٰتِ أَمۡرٗا ٥
6. যেদিন প্রকম্পিত করবে প্রকম্পিতকারী,	6. The Day when the quake shall cause a violent jolt.	يَوۡمَ تَرۡجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ٦
7. অতঃপর পশ্চাতে আসবে পশ্চাদগামী;	7. Which is followed by another jolt.	تَتۡبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ٧
8. সেদিন অনেক হৃদয় ভীত-বিহবল হবে।	8. Hearts on that Day shall tremble with fear.	قُلُوبٞ يَوۡمَئِذٖ وَاجِفَةٌ ٨

9. তাদের দৃষ্টি নত হবে।	9. Their eyes humbled.	أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝٩
10. তারা বলেঃ আমরা কি উলটো পায়ে প্রত্যাবর্তিত হবই-	10. They say: "Shall we really be restored to our former state."	يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ۝١٠
11. গলিত অস্থি হয়ে যাওয়ার পরও?	11. "What, when we shall have become hollow, rotten bones."	أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ۝١١
12. তবে তো এ প্রত্যাবর্তন সর্বনাশা হবে!	12. They say: "It would then be a return with sheer loss."	قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝١٢
13. অতএব, এটা তো কেবল এক মহা-নাদ,	13. Then only, it would be a single shout.	فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۝١٣
14. তখনই তারা ময়দানে আবির্ভূত হবে।	14. Then they will be suddenly upon earth alive.	فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ۝١٤
15. মূসার বৃত্তান্ত আপনার কাছে পৌছেছে কি?	15. Has there reached you the story of Moses.	هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۝١٥
16. যখন তার পালনকর্তা তাকে পবিত্র তুয়া উপ্যকায় আহবান করেছিলেন,	16 When his Lord called out to him in the sacred valley of Tuwa.	إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝١٦
17. ফেরাউনের কাছে যাও, নিশ্চয় সে সীমালংঘন করেছে।	17. Go to Pharaoh, indeed he has become rebellious.	اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۝١٧
18. অতঃপর বলঃ তোমার পবিত্র হওয়ার আগ্রহ আছে কি?	18. Then say: "Would you (be willing) to that you purify yourself."	فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ ۝١٨
19. আমি তোমাকে তোমার পালনকর্তার দিকে পথ দেখাব, যাতে তুমি তাকে ভয় কর।	19. "And I may guide you to your Lord, so you may have fear (of Him)."	وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ۝١٩

20. অতঃপর সে তাকে মহা-নিদর্শন দেখাল।	20. Then he (Moses) showed him the great sign.	فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ۟ ﴿٢٠﴾
21. কিন্তু সে মিথ্যারোপ করল এবং অমান্য করল।	21. But he (Pharaoh) denied and disobeyed.	فَكَذَّبَ وَعَصٰى ۟ ﴿٢١﴾
22. অতঃপর সে প্রতিকার চেষ্টায় প্রস্থান করল।	22. Then, he turned back striving hard.	ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ۟ ﴿٢٢﴾
23. সে সকলকে সমবেত করল এবং সজোরে আহবান করল,	23. Then gathered he and summoned.	فَحَشَرَ فَنَادٰى ۟ ﴿٢٣﴾
24. এবং বললঃ আমিই তোমাদের সেরা পালনকর্তা।	24. Then he proclaimed: "I am your Lord, the highest."	فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ۟ ﴿٢٤﴾
25. অতঃপর আল্লাহ তাকে পরকালের ও ইহকালের শাস্তি দিলেন।	25. So Allah seized him (and made) an example for the after (life) and the former.	فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ؕ ﴿٢٥﴾
26. যে ভয় করে তার জন্যে অবশ্যই এতে শিক্ষা রয়েছে।	26. Indeed, in this is a lesson for him who fears.	اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ؕ ﴿٢٦﴾
27. তোমাদের সৃষ্টি অধিক কঠিন না আকাশের, যা তিনি নির্মাণ করেছেন?	27. Are you harder to create, or is the heaven, He built it.	ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ ؕ بَنٰىهَا ﴿٢٧﴾
28. তিনি একে উচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন।	28. He raised its vault high, then proportioned it.	رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا ۙ ﴿٢٨﴾
29. তিনি এর রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং এর সূর্যালোক প্রকাশ করেছেন।	29. And He covered its night (with darkness), and He brought forth its day (with light).	وَ اَغْطَشَ لَيْلَهَا وَ اَخْرَجَ ضُحٰىهَا ۪ ﴿٢٩﴾

30. পৃথিবীকে এর পরে বিস্তৃত করেছেন।	30. And the earth, after that, He spread out.	وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا ؕ ﴿٣٠﴾
31. তিনি এর মধ্য থেকে এর পানি ও ঘাস নির্গত করেছেন,	31. He brought out, from within it, its water and its pasture.	اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَ مَرْعٰىهَا ۪ ﴿٣١﴾
32. পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন,	32. And the mountains, He fixed firmly.	وَالْجِبَالَ اَرْسٰىهَا ۙ ﴿٣٢﴾
33. তোমাদের ও তোমাদের চতুস্পদ জন্তুদের উপকারার্থে।	33. A sustenance for you and for your cattle.	مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ؕ ﴿٣٣﴾
34. অতঃপর যখন মহাসংকট এসে যাবে।	34. Then, when there comes the greatest catastrophe.	فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ۚ ﴿٣٤﴾
35. অর্থাৎ যেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম স্মরণ করবে	35. The Day when man shall remember what he strove for.	يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ۙ ﴿٣٥﴾
36. এবং দর্শকদের জন্যে জাহান্নাম প্রকাশ করা হবে,	36. And Hell shall be laid open for (every) one who sees.	وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى ﴿٣٦﴾
37. তখন যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে;	37. Then as for him who had rebelled.	فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ۙ ﴿٣٧﴾
38. এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে,	38. And preferred the life of the world.	وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۙ ﴿٣٨﴾
39. তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।	39. Then indeed, Hell shall be his abode.	فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِىَ الْمَاْوٰى ؕ ﴿٣٩﴾
40. পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত	40. And as for him who had feared to stand before his Lord and restrained himself from evil desires.	وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۙ ﴿٤٠﴾

রেখেছে,		
41. তার ঠিকানা হবে জান্নাত।	41. Then indeed, Paradise shall be his abode.	فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾
42. তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, কেয়ামত কখন হবে?	42. They ask you (O Muhammad), about the Hour. When is its appointed time.	يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴿٤٢﴾
43. এর বর্ণনার সাথে আপনার কি সম্পর্ক ?	43. In what (position) are you of mentioning it.	فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا ﴿٤٣﴾
44. এর চরম জ্ঞান আপনার পালনকর্তার কাছে।	44. With your Lord is the (knowledge) term thereof.	إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا ﴿٤٤﴾
45. যে একে ভয় করে, আপনি তো কেবল তাকেই সতর্ক করবেন।	45. You are only a warner (to him) who fears it.	إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا ﴿٤٥﴾
46. যেদিন তারা একে দেখবে, সেদিন মনে হবে যেন তারা দুনিয়াতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক সকাল অবস্থান করেছে।	46. On the day when they see it, it will be as if they had not stayed except for an evening or the morning thereof.	كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴿٤٦﴾